গাংনীতে হাতির পিঠে বরের আগমন!

মেহেরপুরের গাংনীতে হাতির পিঠে চড়ে কনের বাড়িতে বিয়ে করতে এসেছেন বর তুলিপ। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের মুন্সিপাড়া থেকে হাতি, ঘোড়া, গরু ও মহিষের গাড়ি বহর নিয়ে সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামের সানজিদা আক্তার শাওনকে বিয়ে করতে কনের বাড়ীতে আসেন বর তুলিপ।

শাওন মদনা গ্রামের আকছেদ আলীর মেয়ে ও তুলিপ গাড়াডোব মুন্সিপাড়ার ময়নাল হকের ছেলে। যান্ত্রিক যুগে এ ব্যতিক্রমী বিয়ে বহর দেখতে রাস্তার দু’পাশে উৎসুক জনতার ভিড় লেগে যায় ।

বর তুলিপ বলেন, সকলেই মনে মনে একটু ব্যতিক্রম কিছু করতে চায়। সে উদ্দেশ্য এবং পিতার শখ পূরণের জন্য তার এ হাতিতে চড়ে বিয়ে করা।

বরের আত্মীয় আখেরুজ্জামান জানান, করোনা পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া ঠিক হয়নি। তবে বরের পিতা ময়নাল হকের শখ পুরণে অল্প সংখ্যক লোকজন নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে।

বর্তমানে সব কিছুতে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও এ ব্যতিক্রমধর্মী বিয়ে পুরাতন ঐতিহ্যকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছে বার বার।

মেহেরপুরে আরও ৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে এক জন সদরের, একজন গাংনী উপজেলার ও অপর জন মুজিবনগর উপজেলার।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ৭ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ৪ জনের। আর পজেটিভ আসে ৩ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট নমুনা পাঠানো হয়েছে-৪৮৮০ ফলাফল এসেছে ৪৭৮৯ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭০০ জন, সুস্থ ৬১১ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ১৯ (সদরে-১২, গাংনীতে- ৩ ও মুজিবনগরে- ৪) জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজেটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর সদরের শিক্ষা অফিসের খাদিজা আক্তার(৪০), গাংনীর গাড়াডোবের ইয়াকুব আলী(২৯), মুজিননগর শিবপুরের মোমিনুল ইসলাম(৪২)।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমানকে রাষ্ট্রীয় মার্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমানকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর রাষ্ট্রীয় ভাবে গার্ড অব অনার প্রদান করে স্থানীয় পুলিশের একটি টিম। ।

উপজেলা প্রশাসনের নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ ও থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান বীরমুক্তিযোদ্ধা আঃ রহমানকে শেষ বারের মত বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে আচ্ছাদন ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে জানাজা শেষে সামজিক কবরস্থানে দাফন সমপ্ন করা হয়।

প্রসঙ্গত, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ রহমান সপ্তাহখানেক আগে হঠাৎ অসুস্থ হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে প্রথমে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তার অবস্থার অবনতি দেখা দিলে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার বেলা ১১ টার দিকে

গাংনীতে আগুনে পুড়ে দশ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর (দুলালনগর) গ্রামে ৫টি কাঁচাপাকা ঘরে অগ্নিকান্ডে নগদ টাকা ও মালামালসহ অন্তত ১০ লাখ টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে তিন টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থ জাফর আলী (৫০) জানান, বিকেল সাড়ে তিন টার দিকে হঠাৎ করে ঘরে আগুন লেগে যায়। স্থানীয়রা এবং বামন্দি ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের প্রায় দেড় ঘন্টা প্রচেষ্টার ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ততক্ষণে ঘরে থাকা নগদ তিন লাখ টাকা, ঘরসহ মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। জাফর আলী চাঁদপুর (দুলালনগর) গ্রামের মরহুম আব্দুর রহিমের ছেলে।
ক্ষতিগ্রস্থ ঘরমালিক জাফর আলী আরো জানান, আগুনে নগদ টাকাসহ মোট ১০ লাখ টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। আগুনে তাকে সর্বশান্ত করে দিয়েছে। তিনি সরকারী ও স্থানীয়দের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বামন্দি ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিসেন্স ষ্টেশন অফিসার ইছাহক আলী বিশ্বাস জানান, বুধবার বিকেল পৌনে চারটার দিকে আগুনের সংবাদ পেয়ে চাঁদপুর (দুলালনগর) গ্রামে জাফর আলী বাড়ীতে যায়। সেখানে প্রায় দেড় ঘন্টা প্রচেষ্টার ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এ আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, চাঁদপুর (দুলালনগর) গ্রামে আগুনের সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে পুলিশ

পাঠানো হয়েছে। তবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

গাংনী সীমান্তে ফেন্সিডিলসহ মাদক পাচারকারী আটক

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে পৃথক অভিযানে ফেন্সিডিলসহ বহর আলী
(২৫) নামের এক মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত বহর আলী মথুরাপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লে: কর্নেল ফরহান হারুন চৌধুরী জানান, তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র টহল কমান্ডার হাবিলদার মোঃ মজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তেঁতুলবাড়ীয়া মাঠ নামক স্থানে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে একজন আসামিসহ ভারতীয় ৮৯ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

অপরদিকে তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র টহল কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোঃ মহিউদ্দিন এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইসলামপুর মাঠ নামক স্থানে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ৮৮বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৪২ হাজার টাকা। এদিকে গাংনী থানা সূত্র জানায়, ৮৯ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনায় বহর আলীকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা করেছে বিজিবি।

গাংনীর বামন্দীতে মার্সেল কোম্পানির ফ্রিজ উপহার পেল ক্রেতা

গাংনীর বামন্দী তাজ ইলেকট্রনিক্স মার্সেল কোম্পানির এক্সক্লুসিভ শোরুম থেকে একটি মাত্র ফ্রিজ কিনে ই্ক্যাশ কার্ড ঘষাতেই উপহার হিসেবে ক্রেতা পেল আরো একটি ফ্রিজ উপহার।

সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের সুজন আলীর হাতে একটি ফ্রিজ উপহার হিসেবে তুলে দেয়া হয়।

এ সময় মার্সেল কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার মোঃ মহিবুল্লাহ, বামন্দী বাজার এর মার্সেল কোম্পানির এক্সক্লুসিভ শোরুম তাজ ইলেকট্রনিক্স এর স্বত্ত্বাধিকারী, জিয়াদুল ইসলাম লিজন সহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

তাজ ইলেকট্রনিক্স এর সত্ত্বাধিকারী জিয়াদুল ইসলাম লিটন জানান কোম্পানির ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন এইট এর আওতায় মার্সেল কোম্পানির বিভিন্ন প্রোডাক্ট ক্রয়ে পুরস্কৃত করা হচ্ছে ভাগ্যবান ক্রেতাদের।

গতবছর কল্যাণপুর গ্রামের রেক্সোনা খাতুন একটি মার্সেল কোম্পানির ফ্রিজ কিনে উপহার পান একটি প্রাইভেটকার।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ২ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তারা দুই জনই গাংনী উপজেলার বাসিন্দা।

সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪

ঘন্টায় ২৩ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ২১ জনের। আর পজেটিভ আসে ২ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৭৬৮ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৯৩ জন, সুস্থ ৬০১ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২২ (সদরে-১৪, গাংনীতে- ৫ ও মুজিবনগরে- ৩) জন।

ভিন্ন সূূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের শাপলা খাতুন(২৩) ও গাংনী হাসপাতালের গোলাম সরোয়ার(৩৫)।

গাংনীর গাড়াডোবে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ঘর ভাঙার অভিযোগ

আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে ঘর ভাঙার অভিযোগ উঠেছে জাব্বারুল ইসলামের বিরুদ্ধে। বিক্রিত জমি নিজের দাবি করে সেমিপাকা ঘর ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর বড় ভাই আলমাস হোসেন। সেই সাথে লাঠিসোটাসহ লোকজন নিয়ে মারধর করেছে বলে জানান আলমাস।

ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া গ্রামে।

ভুক্তভোগী আলমাস জানান, প্রায় ৮ বছর আগে পৈত্রিক ১ কাঠা জমি আমার ছোটভাই জাব্বারুলের কাছ থেকে ৭ লাখ ৩০ হাজার টাকায় ক্রয় করি। বর্তমানে সেই জমির বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় জমি ফিরে পেতে আমাকে প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আজ সোমবার জাব্বারুল, পোড়াপাড়া গ্রামের পাচকড়ির ছেলে আমজাদ, মৃত সাবদুলের ছেলে রিপন ও মিঠন, মাসুদ আলীর ছেলে কালাম বাড়িতে প্রবেশ করে আমার স্ত্রী ও আমার ভাই জাহাঙ্গীরসহ আমাকে মারধর করে ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়।

আলমাসের ভাই জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আমরা এখন বাড়ি থেকে বের হতে পারছিনা। বাড়ির সামনেই তারা লাঠিসোটা নিয়ে অবস্থান করছে আমাদের

মারবে বলে। আমরা পুলিশে খবর দিলে গাংনী থানার একটি দল এখানে এসে তিন জনকে আটক করে। কিন্তু কিছুক্ষন পরেই আবার ছেড়ে দেয়।

অভিযুক্ত জাব্বারুল হোসেন বলেন, এটা আমার বাবা মৃত মোসারেফ হোসেনের জমি। এখানে আমার ভাগ আছে। আমি আমার জমিতে থাকা ঘর ভেঙেছি।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, ঘর ভাঙার অভিযোগে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল যায়। আজ সোমবার তাদের উভয় পক্ষকে থানায় আসতে বলা হয়েছে। উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই করে পরবর্তি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের দুই তরুণের মিক্সড মার্শালে স্বর্ণ পদক জয়

বাংলাদেশের সুনামধন্য হাবিব এম এম এ একাডেমি ক্লাব আয়োজিত মিক্সড মার্শাল আর্ট টুর্নামেন্টে মেহেরপুরের দুই তরুণের স্বর্ণ পদক অর্জন করেছেন।

টুর্নামেন্টি গত ১৩ ই নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম রাউন্ডের খেলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণ পুর ধলা গ্রামের মওদুদ হোসেন বিজয় লাভ করেন।

এবং দ্বিতীয় বারে মেহেরপুর পুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের লিটন হোসেন খেলাটিতে বিজয় লাভ করেন।

বিজয়ী খেলোয়ার মওদুদ এবং লিটন জানান, আমরা জীবনের প্রথম খেলাটিতেই বিজয় লাভ করে অনেক খুশি। আমাদের বিজয় লাভের পিছনে যে দুটি মানুষের পরিশ্রম এবং এখানে দাড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছেন তাদের কে অনেক ধন্যবাদ। মনজুর আলম বিশ্বাস ও হুসাইন কবির কে।

মনজুর আলম এবং হুসাইন কবির জানান, আমরা দুই দুই বার দেশের বাইরে থেকে গোল্ড মেডেল অর্জন করেছি। এবং সেটা অনেক কষ্ট করে অর্জন করেছি। এবং বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছি। তাই আমরা মেহেরপুরে

মিক্সড মার্শাল খেলায় আগ্রহীদের জন্য এক টি ক্লাব খুলেছি যেখানে তারা যেন নিয়োমিত খেলা প্যাকটিজ করতে পারে। বর্তমানে ক্লাবের সদস্য সংখা ২০ জনে পরিনত হয়েছে।আগামীতে আরো হবে বলে আশা করা যায়।

মনজুর আলম জানান মওদুদ ও লিটন অল্প দিনের মধ্যেই অনেক পরিশ্রমের মাধ্যেমে অনেক ভালো মানের খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন আশা করা আগামীতে আরো ভালো করবেন।

হুসাইন কবির মওদুদ ও লিটনের ভবিষ্যেৎ মঙ্গল কামনা করে মেহেরপুর মিক্সড মার্শাল ক্লাবে আগ্রহী খেলোয়াড়দের আহব্বান জানান।

গাংনীতে যত্রতত্র বিক্রি শিশু খাদ্য, নেই প্রশাসনিক নজরদারি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মুদি দোকানসহ ভ্রাম্যমাণ দোকানে অবাধে শিশু খাদ্য বিক্রি হলেও প্রশাসনিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছেনা।

ব্যবসায়ীদের(বিক্রেতাদের) শারীরিক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হলেও তদারকি নেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের। শিশু খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন মাঠে না নামলে শিশু স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে বলে মন্তব্য শিশু বিশেষজ্ঞদের। শিশু খাদ্য বিক্রি, উৎপাদন ও বাজারজাত করার সরকারি আইন থাকলেও তা প্রয়োগ নেই বলে অভিযোগ শিশু অভিভাবকদের।

মুদি দোকানে সাজানো প্লাস্টিকের কৌটায় বিস্কুট, আইসক্রিম, আইসবার, সরবত ও বেকারি ফুড বিক্রি করা হলেও কৌটার গায়ে নেই উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের নাম, উৎপাদন তারিখ এবং মেয়াদ । বিভিন্ন রং, বিভিন্ন স্বাদে আকৃষ্ট হয়ে এসব খাদ্য খেয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে হাজারো শিশু

খাদ্য বিক্রির দোকান রয়েছে। এদের মধ্যে ৬ শতাধিক দোকানের তালিকা রয়েছে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের কাছে। এদের মধ্যে ৩ শত বিক্রেতাকে প্রিমিসেস ফিটনেস, মেডিকেল ফিটনেস প্রত্যয়ন প্রদান করেছে জেলা সিভিল সার্জন অফিস। তাতে শুধু মাত্র বিক্রেতার কোনো প্রকার ছোঁয়াচে বা কুষ্ঠ রোগ আছে কি না তা উল্লেখ রয়েছে। তাও আবার একই ব্যক্তি এই প্রত্যয়ন নিয়ে দীর্ঘদিন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তাদের সতর্কতামূলক কোনো প্রশিক্ষণ বা নিয়মও বেধে দেয়া হয়নি।

ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে দেদারছে বিক্রি করছে শিশু খাদ্য। শিশু খাদ্য বিক্রির বিষয়ে বিধি নিষেধ সম্পর্কে নূন্যতম ধারনা নেই ব্যবসায়ীদের।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমাণ কিছু গাড়ি এসে দোকানে দোকানে শিশু খাদ্য সাপ্লাই দিয়ে যায় । আকর্ষনীয় রং আর স্বাদের হওয়ায় শিশুরা ঝুকছে সেসকল খাদ্যের দিকে।

গাংনী নবীণপুর গ্রামের সেন্টু জানান, তার ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়ে বাড়িতে ভাত না খেয়ে দোকান থেকে ঝাল মুড়ি আর নিম্ন মানের চানাচুর খেয়ে স্কুলে আসে। শারীরিক দূর্বলতার কারণে সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কয়েকদিন আগেও অসুস্থ হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় তাকে।

ভাটপাড়া গ্রামের হাবিবুর রহমান জানান, দোকানের বিস্কুট আর পানীয় পান করে ক্ষুধামন্দায় ভুগছে তার মেয়ে হাফিজা।

চৌগাছার আনোয়ার হোসেন জানান, সকালে উঠেই ছেলে মেয়ে বায়না ধরে মুদি দোকানের বিস্কুট আর আইসবার খাওয়ার জন্য, না দিলে ছেলে মেয়ে কান্নাকাটি করে। বাড়ির খাবারের প্রতি তাদের অনীহা।

মাইলমারি গ্রামের মুদি ব্যাবসায়ী রনি জানান, প্রতিবেশী দোকান গুলোতে শিশুদের আকৃষ্ট করার মত অনেক খাবার রয়েছে। আমার দোকানে না থাকায় বেচাকেনা কম হতো। প্রতিবেশী দোকানদারের দেখাদেখি আমাকেও এখন শিশুদের খাবার রাখতে হয়।

গাংনীর মালশাদাহের বসুন্ধরা কফি হাউজ, ইট এন্ড ইনজয়, বাঁশবাড়িয়ার লিখন কফি হাউজকে ফিটনেস সার্টিফিকেট নেবার কথা বললেও তারা নেইনি বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান জানান, মাঝেমধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হলে ব্যবসায়ীরা সতর্ক হবে। আমাদের জনবলের অভাবে তা হয়ে ওঠেনা।

গাংনীতে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের অফিসে একজন অফিস সহায়ক পদ থাকলেও ১১ বছর ধরে তা শূণ্য রয়েছে। সব কাজ আমাকেই সামলাতে হয়। ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেল্থ (আই,পি,এই) এর অনুমোদন ব্যতীত শিশু খাদ্য বাজারজাত করা নিষেধ থাকা সত্বেও যেখানে সেখানে শিশু খাদ্য বিক্রি ও বাজারজাত করা হচ্ছে এ বিষয়ে প্রশাসন কেন তৎপর নয় এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সাদিয়া সুলতানা বলেন, নিম্ন মানের খাবার খেয়ে শিশুদের কিডনি এবং মেধা বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খাবারে অরুচি শিশুদের বেড়ে ওঠাতে বাধাগ্রস্থ করবে, শিশুরা ভুগবে অপুষ্টিজনিত নানা রোগে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম বলেন, শিশু খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে দায়িত্ব দেয়া আছে। তিনি উপজেলা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে যারা অবৈধ ব্যাবসায়ী রয়েছে বা নিম্ন মানের খাদ্যসামগ্রীর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, শিশু খাদ্য বিক্রি’র যে যথাযথ আইন আছে তা অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই। ভ্রাম্যমাণ অনেক দোকানে শিশু খাদ্য বিক্রি হচ্ছে। এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হবে।